গণিতপরিক্রমা ২৭শ খণ্ড ২০১৭ পৃ. ১৩-১৬

আমার শিক্ষক ড. শ. ম. আজিজুল হক: স্মৃতির পাতায়

হারুনুর রশীদ

৫৮/২ মিয়াপাড়া রোড, খুলনা

১৯৫৩ সালে বি এসসি পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে এম এসসি প্রথম বর্ষে ভর্তি হই। তখন বলা হত এম এসসি পার্ট ওয়ান। কার্জন হলের দোতালায় পশ্চিম দিকে ছিল গণিত বিভাগ – পূর্ব দিকে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ এবং এই দুই বিভাগের মাঝে ছিল পরিসংখ্যান বিভাগ।

তখন গণিত বিভাগে শিক্ষক ছিলেন ড. এম. পিনল, ড. শ. ম. আজিজুল হক, মুশফিকুর রহমান, মো. রমজান আলী সরদার, ড. আতাউল হাকিম, এ. আর. খলিফা, শামসুল হক এবং ড. সৈয়দ কাসিম হোসেন।

আমাদের শ্রেণি পাঠদান আরম্ভ হওয়ার কয়েক মাস পর ড. এম. পিনল. নিজ দেশে (জার্মানী) ফিরে যান। আমরা ভর্তি হয়েই জেনেছিলাম যে ড. পিনল. প্রফেসর পদে এবং ড. শরীফ মোহাম্মদ আজিজুল হক রীডার (Reader) পদে। তখন আমরা বুঝতাম না Reader কোন মর্যাদার পদ সম্ভবত তখনকার সহযোগী অধ্যাপক পদের সমতুল্য ছিল। ড. এম. পিনল চলে যাওয়ার পর ড. শ. ম. আজিজুল হক বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এখনকার মত সেকালে বিভাগীয় প্রধান বা চেয়ারম্যানের পদ by rotation হত না। তাই স্যার অনেকদিন বিভাগীয় প্রধানের পদে ছিলেন।

শরীফ মোহাম্মদ আজিজুল হক বৃহত্তর খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার মোল-াহাট থানার অন্তর্গত আস্তাইল সোলাগাতী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম বছর বা তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও ৯২ বছর বয়সে ২০১৬ সালে পরলোকগমন করেন এটা জানা যায়। তাই স্যার সম্ভবত ১৯২৪ সালে এই ধরাধামে এসেছিলেন। সেই হিসাবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজ, বলা যায়।

নিজ গ্রামের ও আশেপাশের বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবনের প্রথম কয়েক বছর কাটলেও তিনি তখনকার প্রবেশিকা বা Matriculation (বর্তমান মাধ্যমিক) পাস করেন মোল-াহাট ওয়াজিদ মেমোরিয়াল হাই স্কুল হতে ১৯৪০ সালে। তখন প্রবেশিকা পরীক্ষাই ছিল প্রথম পাবলিক পরীক্ষা, যা নিয়ন্ত্রণ করত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার

ফল প্রকাশিত হওয়ার পর জানা গেল যে, শ. ম. আজিজুল হক প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়েছেন। তাঁর এই কৃতিত্বে মোল-াহাটবাসী সকলেই আনন্দিত। তাঁর স্কুলের সেক্রেটারী খান সাহেব খলিলুর রহমান আজিজুল হককে তাঁর কন্যার জন্য পাত্র নির্বাচন করে পাত্রের অভিভাবকের নিকট প্রস্তাব করেন। আজিজুল হকের পাত্রী নির্ধারিত হয়ে যায়। তাঁদের বিবাহ কখন হয় সেটা জানা যায়নি।

তখনকার বঙ্গদেশের রাজধানী কোলকাতার সঙ্গে খুলনার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভাল ছিল। রেলপথে খুলনা হতে কোলকাতা যেতে মাত্র চার ঘণ্টা সময় লাগত। ঢাকার সঙ্গে খুলনার সরাসরি কোন যাওয়া-আসার ব্যবস্থা ছিল না। খুলনা-যশোর অঞ্চলের লোকজনের ঢাকায় যাওয়া-আসাও তেমন ছিল না। ১৯৪০ সালে শ. ম. আজিজুল হককে কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এসসি. ক্লাসে ভর্তি করা হয়। তিনি ১৯৪২ সালে প্রথম বিভাগে আই.এসসি. ১৯৪৪ সালে গণিত বিষয়ে বি এসসি অনার্স ১৯৪৬-এ গণিতে এম এসসি পাস করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং জানা যায় যে, তিনি তাঁর এম এসসি পরীক্ষায় পূর্ববর্তী পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত মার্কস এর রেকর্ড ভঙ্গ করে তাদের চেয়ে বেশি মার্কস পেয়েছিলেন। যে যুগে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণকারী মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা হাতে গোনা যেত, সেই যুগে এরূপ বিরল কৃতিত্ব অর্জনের পর ড. শ. ম. আজিজুল হক উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য কেমব্রিজ বা অনুরূপ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এটাই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সকলকে হতাশ করে তিনি একটি মধ্যমশ্রেণির সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন বলে জানা যায়।

১৯৪৮ সালে শ. ম. আজিজুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। এর কয়েকমাস পর তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বিদেশে যান।

১৯৫০ সালের নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে Reader পদে যোগদান করেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র কম ছিল, শিক্ষকও কম ছিল। বিভাগে প্রফেসরের পদও একটির বেশি ছিল না। গণিত বিভাগে প্রফেসর পদে এম. পিনল এবং Reader পদে হক স্যার যখন কর্মরত, তখনই আমি গণিত বিভাগের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলাম। ড. হক আমাদের Tensor Calculus এবং Hydrodynamics পড়াতেন তখন Tensor Calculus সিলেবাস একপ্রকার নতুন। পাঠ্যপুস্তকের অভাব Levicivita রচিত একখানা পুস্তক থেকে স্যার পড়াতেন। Milne Thompson এর Hydrodynamics-ই আমাদের পাঠ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এসব বই সংখ্যায় তেমন বেশি ছিল না, বাইরে বাজারে বই পাওয়া যেত না – পাওয়া গেলেও অনেক কম – তাই স্যার প্রত্যেক ক্লাসে যেটা পড়াতেন সেটার উপর একটি type করা কপি ক্লাসে নিয়ে আসতেন – ক্লাস শেষে সেটা আমাদের দিয়ে যেতেন। আমরা আবার by rotation কপি করতাম। হলে একজন পেলে অন্যরাও পেয়ে যেত। আমি

সলিমুল-াহ হলের ছাত্র, আমার সহপাঠী ফজলে বারী মালিক (বর্তমানে প্রয়াত) ও এস.এম. হলের ছাত্র ছিল। স্যার এর নোট আমরা যেই পেতাম সে অপরকে দিত।

১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে M. Pinl চলে যাওয়ার পর ড. হক বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। আমাদের শেষ বর্ষে ড. হক Hydrodynamics ও Quantum Mechanics পড়াতেন। ঐ সময় মিসেস জিলানী কাদরি, হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী গণিত বিভাগের শিক্ষক পদে যোগদান করলে স্যার তাঁকে Hydrodynamics পড়ানোর দায়িত্ব প্রদান করেন।

১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে M.Sc. Final পরীক্ষার পর কর্মজীবনের ব্যস্ড়তায় স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় রইল না। কোন কাজে ঢাকায় গেলে একবার কার্জন হলে গিয়ে স্যারদের সালাম দিয়ে আসতাম। ড. হক চেহারায় আকর্ষণীয় সুপুর"ষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল ক্ষীণ। স্যার খুব স্বল্পভাষী হলেও ছাত্র বৎসল ছিলেন।

আমার কর্মজীবনে একবার ঢাকায় এসে জানলাম স্যার তখন ইকবাল (বর্তমান শহীদ সার্জেন্ট জহুর"ল হক) হলের প্রভোস্ট। তাই দেখা করতে গেলাম ইকবাল হলে। গিয়ে দেখলাম স্যার ড্রইং র"মে সোফায় বসে অঙ্ক কষছেন – বুঝলাম ক্লাসের প্রস্তুতি।

একবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ Committee of Courses-এর সভায় স্যারের সঙ্গে দেখা হল – স্যার external expert এবং আমি বি.এল. কলেজের শিক্ষক হিসাবে ঐ সভায় সদস্য। ওখানে দেখা হওয়াতে আমার খুবই ভাল লাগল – আমার দুজন শিক্ষক – রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সৈয়দ কাসিম হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. হকের সঙ্গে একত্রে সিলেবাস প্রণয়ন করছি। ড. হক সভাশেষ করার পর আমাকে বললেন, খুলনাতে Housing and Settlement-এর দুটি প□ট আছে – প-ট দুটির নম্বর দিয়ে আমাকে বললেন খোঁজ নিতে অন্য কেউ দখল করেছে কিনা। আমি বললাম, স্যার এত প-ট কাদের জন্য নিয়েছেন – স্যার বললেন, মেয়েদের দিতে হবে। জানতাম স্যারের প্রথম দিকে কয়েকজন কন্যা সন্ড়ান। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, বিষয়টি দেখব।

কর্মজীবনে আজিজুল হক স্যার অনেক বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন, অনেক গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করেছেন, অনেক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা সদস্যের দায়িত্ব পালন করেছেন – এবং তাঁর আন্ড়রিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ গণিত সমিতি গঠিত হয়েছে – স্যার এর জীবনের এরূপ ক্রিয়াকর্মের মূল্যায়ন করতে যাওয়া আমার মত ক্ষুদ্র জ্ঞানের মানুষের জন্য চরম ধৃষ্টতা বলে মনে করি।

তবে এটুকু দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি যে, স্যার এম.এসসি. পাস করার পর উচ্চশিক্ষা লাভ ও গবেষণায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেলে হয়ত পৃথিবীর প্রথম সারির গণিতবিদদের অন্যতম একজন হতে পারতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার এর মত প্রতিভাসম্পন্ন মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে নাম

করা যায় দুজনের। বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা এবং সাহিত্যিক, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ হুমায়ুন কবির। তারা কিছু কাজ রেখে গেছেন – যা তাদের অমর করে রেখেছে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে স্যারকে এগুতে হয়েছে বলেই স্যারের মত বিরল প্রতিভার কাছে দেশ ও জাতির প্রত্যাশা হয়ত তিনি পূরণ করতে পারেননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাস – এটাও সম্ভবত পারিবারিক চাপ। স্যার দেশে থাকলে দেশের গণিত আকাশের একটি উজ্জ্বল তারকা হয়ে আমাদের সকলের অভিভাবক হয়ে থাকতেন। সেটাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা আমরা কেউ করছি না – বরং সামান্য আর্থিক স্বার্থের কারণে গণিত শিক্ষার ক্ষতিকারক কার্যক্রমে সহায়তা করছি। আমাদের ভিতর এমন কেউ নেই যিনি গণিত শিক্ষার অবনতি রোধে ডাক দিলে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে থাকবেন। আজ আমরা সকলেই বিশেষজ্ঞ সেজে বসে আছি। এমন দুর্দিনে ড. শ. ম. আজিজুল হক স্যারের মত মানুষের নেতৃত্বের দরকার।

স্যারের সকল সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে তিনি আমাদের কাছে চিরকাল পরম শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবেন। স্যার ইহলোক ছেড়ে যেখানে গিয়েছেন সেখানে পরম শান্ড়িতে থাকুন – পরম কর"ণাময়ের কাছে – এই প্রার্থনা করি।